বলেন, 'আমাদের সভা সমাবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। এমন কি অনশন করতে দেয়া হলো না। হরতাল ছাড়া আর বিকল্প কি আছে?' জানা গেছে আওয়ামী লীগ আগামীতে আরো কয়েকটি হরতাল দেয়ার কথা চিন্তা করছে। আগামী জুন মাস থেকেই আওয়ামী লীগ সর্বত্র সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করার চিন্তা করছে।

সরকারের আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করছে। এই আইনে হরতাল নিষিদ্ধ করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। জোটের হাইকমান্ড হরতাল বিরোধী আইন কেমন হবে তা নিয়ে ভাবছেন।

বিশ্ব অর্থনীতিতে ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হামলার পর মন্দা অবস্থা বিরাজ করছে। এর সঙ্গে সরকারের অব্যবস্থার কারণে অর্থনীতির প্রতিটি সূচক নিতে নেমে গেছে। বাড়ছে জিনিস পত্রের দাম। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলছে স্থবির অবস্থা। আওয়ামী লীগের হরতাল কর্মসূচি এ পরিস্থিতিকে আরো অবনতি ঘটাবে বলে অর্থনীতিবিদদের ধারণা। বিরোধী দলের হরতাল প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেছেন, হরতাল কোনো সমস্যার সমাধান এনে দেবে না। হরতালে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিদেশী বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে। এ কারণে বিএনপি হরতাল করলেও আমি তখন তার বিরোধিতা করেছি।

সম্প্রতি জাপানের একটি যৌথ ব্যবসায়ী দল বিনিয়োগের পরিবেশ দেখতে এসেছিলেন। তারা এদেশের বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা দেখে বেশ খুশি হয়েছেন। তারা বলেছেন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও হরতাল বন্ধ না হলে বিনিয়োগ সম্ভব নয়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দেশে বিদেশী বিনিয়োগ ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

চারদলীয় জোট এদেশের মানুষ একটি গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাস করতে চায়। পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনে বিজয়ী দল এমনি একটি দেশের স্বপ্ন এদেশের মানুষকে দেখিয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর তারা ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। দেশে খুন, অপহরণ, ধর্ষণ রেকর্ড ছাড়িয়েছে। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের সহনশীল মনোভাবই জনগণ আশা করে।

অপরদিকে বিরোধী দল লাগাতার সংসদ বর্জন করে চলছে। সংসদে না গিয়ে রাজপথ বেছে নিয়েছে। ভঙ্গ করেছে হরতাল না করার প্রতিশ্রুতি। আর হরতাল নয়, বিরোধী দলকে আন্দোলনের বিকল্প পথ দেখতে হবে। কারণ হরতালের কারণে দেশের অর্থনীতি অতীতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জনগণ আর হরতাল ও সহিংস রাজনীতি দেখতে চায় না।

ক্রাইম জোন ফটিকছড়ি

লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে **সুমী খান**

সহিংস রাজনীতির মাঠে গডফাদারদের আধিপত্যের লড়াই দেশের প্রধান ক্রাইম জোন ফটিকছড়ির সাধারণ জনগণের নির্বাসিত জীবনের শেষ কোথায়? এ প্রশ্ন নিয়ে তীব্র দহন বুকে উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী আজ ফটিকছড়ি থেকে নির্বাসনে। ৫ লাখ জনগণের রাজত্ব পরিচালনায় হাতে গোনা দু'একজন গডফাদার প্রবঞ্চকের দল যারা ক্ষমতার পালাবদলে স্বার্থের বিকিকিনিতে ব্যস্ত। অভিযুক্তদের পুলিশের সঙ্গে গভীর সখ্য, সাকা চৌধুরীর আশীর্বাদে ধন্য এরা।

এইচ এস আবু তৈয়ব

দিদার

দেশের বৃহত্তম থানা (৭৫৬ বর্গ কি.মি) ফটিকছড়ির ৪ লাখ ৫০ হাজার অধিবাসীর দুর্বিষহ জীবন অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি আজ। তিনদিকে পাহাড় ঘেরা অসংখ্য পাহাড়ি ছড়ার অববাহিকায় এ থানা এলাকার উত্তরে ভারত, পশ্চিমে সীতাকুন্ড পাহাড়, দক্ষিণে রাউজান, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম। আধিবাসীদের মূল এ অবস্থানটি ছেড়ে গভীর অরণ্যের দিকে ঢুকে যায় তারা নিবাস হয়েছে বাঙালি আর আদিবাসীদের। যে কারণে ব্রিটিশ বিরোধী পাকিস্তানি স্বৈরাচার বিরোধী সক্রিয় ভূমিকা যে এলাকায় সবচেয়ে বেশি ছিল আজ তা সমাজবিরোধী আত্মঘাতী সন্ত্রাসী গডফাদারদের অসংখ্য দল-উপদলের দাপটের জায়গা। প্রতিবাদী ব্যক্তি পুলিশ হলেও রক্ষা নেই, প্রভাবশালী হলেও রক্ষা নেই।

আবুল কাশেমী চৌধুরী

কাশেম বাহিনীর ওসমান

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের সিংহদ্বার ছিল এ অঞ্চল– এ থানা থেকেই ১ নং সেক্টরের সূত্রপাত। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামেও চট্টগ্রামের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে এখনো স্মরণ হয় বারবার।

১১ নবেম্বর ০১ শিবিরের হত্যাকারী চক্রের হাতে নিহত চট্টগ্রামের জামান খান বাসার, মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী ফটিকছড়ির প্রভূত সম্ভাবনা বিপুল সম্পদ ভান্ডার নিয়ে গবেষণা করে সন্ত্রাসকে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন তার লেখায়। সন্ত্রাস নির্মূল কমিটি গঠন করে পাড়া কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত বৈঠক পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজতে বসেছিলেন। তারই পরিণতিতে নির্মম হত্যাকান্ড। সেই হত্যাকান্ডের স্থবির তদন্ত কাজ সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো হত্যাকারীদের। ফটিকছড়ির সমস্যার পরিবর্তন হয়নি।

এসব নিয়ে অসংখ্য লেখালেখি, সংবাদপত্রে রিপোর্ট যাই হোক না কেন প্রশাসনের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে সন্ত্রাসনির্ভর গডফাদারদের বিচরণ ও দম্ভোক্তি বেড়েই চলেছে। সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর একটি লেখায় ফটিকছড়ির সন্ত্রাসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ৮টি বিষয়। সেসবের মধ্যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত লোকদের আত্মমুখী চিন্তাভাবনা,

গণমুখী নেতাদের গণবিচ্ছিন্নতা, রাতারাতি কোটিপতি হবার বাসনা, সন্ত্রাসীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সুদৃঢ় আঁতাত প্রধান। সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গেলেই পরিণতি নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর মতোই হবে। 'নির্ভীক' শব্দটির অস্তিত্ব আজ ফটিকছড়ির চিরদিনের স্বাধীনচেতা প্রগতিশীল জনগণ ভুলে গেছে। গণধিকৃত সন্ত্রাসীদের কুর্নিশ করেও প্রাণ বাঁচাতে চট্টগ্রাম শহরে বাড়ি ভাড়া করে বা অন্য কোথাও থাকতে হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী ফটিকছড়িবাসীদের নিয়মিত চাঁদা দিতে হয়। সন্ত্রাসীদের নেতা-পাতি নেতাদের সবাই কমবেশি দুবাই বা মধ্যপ্রাচ্য সফরে গিয়ে সেসব সংগ্রহ করে আসে– না দিলে দূরতম আত্মীয়ও ফটিকছড়িতে রেহাই পাবে না। শিবিরের শীর্ষ সন্ত্রাসী নাছির অথবা ছাত্রলীগের তৈয়ব সবারই মধ্যপ্রাচ্যের ভিসা আছে।

পাঁচশ'র বেশি ক্যাডার পুষছে চারদলীয় জোট সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট স্বঘোষিত গডফাদার নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এদের পুষতো আওয়ামী লীগ সাংসদ রফিকুল আনোয়ার এবং শিবিরের বিশাল ক্যাডার বাহিনী। এখন তিনি ফটিকছড়ি থেকে বিতাড়িত। তারই প্রতিপালিতরা তারই সৃষ্ট নব্য রাজনীতিক নজিবুল বশর ভান্ডারীর ছায়ায় পালিত এখন স্রষ্টাকেই নির্বাসনে পাঠালো। সৃষ্টির নিয়মই এই, আর অনাসৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। প্রকাশ্যে পুলিশ হত্যার নির্দেশ দেন ক্যাডারদের যিনি তিনিই ভান্ডারী, নজিরবিহীন ত্রাসের রক্ষক-ঘোষক। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত হয়ে বীরদর্পে ভান্ডারী সৃষ্টি করছেন অসংখ্য ফ্রাঙ্কেনস্টাইন।

ভান্ডারী : 'গডফাদার হতে চাই' প্রকাশ্য দম্ভোক্তি

জানুয়ারি ২০০২ আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে বিএনপি (ফটিকছড়ি শাখার) সমাজকল্যাণ সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম বিপণিবিতান বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছালাউদ্দিন বললেন, 'গডফাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে না। সঙ্গে সঙ্গে ভান্ডারী উঠে বললেন, 'আমি গডফাদার হতে চাই।' চট্টগ্রামের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপস্থিত বাণিজ্যমন্ত্রী বললেন, 'আপনাকে গডফাদার হতে হবে না।' রফিকুল আনোয়ার, পেয়ারুল ইসলাম, ডা. দিদার গ্রুপিং-দ্বন্দ্বের ফল প্রার্থী '৯১-এ সংসদ নির্বাচনের আগে নজিবুল বশরকে ফটিকছড়ির রাজনীতির মাঠে দেখা না গেলেও এখন তিনি পুলিশকে হত্যার প্রকাশ্য হুমকি দেবার মতো ক্ষমতাও ধরেন। দৃঢ় বিশ্বাস তার পৃথিবীর কারো সাধ্য নেই তাকে কোনো প্রশ্ন করে বা মুখোমুখি দাঁড়ায়। কারণ এদেশে অপরাধ পাহাড় স্পর্শ করে– শাস্তি হয় না। বিএনপি'র আন্তর্জাতিক সম্পাদক (কেন্দ্রীয় কমিটি) এবং জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী নিজেকে সাবেক এমপি বলে পরিচয় দেন। আওয়ামী লীগের প্রার্থিতায় সাংসদ হলেও আওয়ামী লীগের নাম স্বাভাবিকভাবেই অস্পৃশ্য তার কাছে। যতো হত্যা মামলার আসামি, অস্ত্র ব্যবসায়ী– ডানে-বাঁয়ে তাদের নিয়েই বীরদর্পে থানা পুলিশ সুপার কার্যালয়। এএসপি আওরঙ্গজেব মাহমুদের সঙ্গে কানে কানে কথা– সবই স্বাভাবিক।

ছাত্রদল নেতা নাছির উদ্দিন বিপ্লবকে গ্রেপ্তার অভিযোগের প্রতিবাদে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী এবং ছাত্রদল নেতা নুরুল আমিনের মুক্তির দাবিতে হরতাল ডাকেন নজিবুল বশর ভান্ডারী ৭ ফেব্রুয়ারি ফটিকছড়িতে। এ

ভূমিহীনদের সমাবেশ

দেশের ভেতর দিয়ে প্রবহমান নদীগুলো থেকে ইতিমধ্যে ১৭২২.৮৯ বর্গকিলোমিটার চর জেগে উঠেছে। সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় প্রতিবছর বিস্তীর্ণ চর জেগে উঠছে। অথচ বিদ্যমান শিকস্তি ও পয়োস্তি আইনের স্ববিরোধিতা ও প্রয়োগহীনতার কারণে চরাঞ্চলের খাস জমি চিহ্নিত হওয়ার আগেই পেশি শক্তিতে বলীয়ান রাজনৈতিক নেতা, স্থানীয় জোতদার, ভূমিচাষীদের হাতে চলে যাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন অর্থের বিনিময়ে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছে। কখনো বা নীরব থাকছে। এ কারণে দেশের ৫৭ ভাগ ভূমিহীন লোক খাস জমি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্থানীয় দরিদ্র ও প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে চরাঞ্চলের খাস জমি বন্টনের দাবি জানিয়েছে কোস্ট ট্রাস্টের জনসংগঠনসমূহ। ভূমিহীনদের অধিকার সংরক্ষণ ও সরকারের নীতি নির্ধারক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সম্প্রতি কোস্ট ভোলার চরফ্যাসন থানার ঢালচরে এবং কক্সবাজারের কুতুবদিয়া মহেশখালীতে তিনটি বিশাল ভূমিহীন সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশগুলোতে স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে ঢালচরে নাজিমউদ্দিন আলম এবং কুতুবদিয়া ও মহেশখালীতে আলমগীর মোঃ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে সংসদ সদস্যরা প্রকৃত ভূমিহীনরা যাতে খাস জমির বরাদ্দ পায় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। সংসদ সদস্যরা ভবিষ্যতে যদি এসব জমি বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন। তারা বলেন, এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্থানীয় জনগণ ও সিভিল সোসাইটিকে সঙ্গে নিয়ে সকল দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিহত করা হবে। সমাবেশে বক্তারা জানান, কুতুবদিয়াতে এখনই প্রায় ৮৯০ একর এবং মহেশখালীতে ১১৪ একর বিতরণযোগ্য খাস জমি হয়েছে। ঢালচরে রয়েছে ৪৬০ একর। অথচ এসব খাসজমি বিতরণ করা হচ্ছে না। ক্রমে ক্রমে এসব ভূমি চলে যাচ্ছে জোতদারদের দখলে। এ ব্যবস্থা অবসানের জন্য এবং এইসব খাসজমি অতি সত্বর প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করার দাবি তোলা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভোলা বা কক্সবাজারের সমুদ্রবর্তী চরের মানুষ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি বঞ্চিত। এই বিংশ শতকেও কোনো ধরনের স্কুল, হাসপাতাল এমন কি সামান্য রাস্তা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেনি চরের মানুষ। শিক্ষা বা সচেতনতা তাদের কাছে অনেক দূরবর্তী ব্যাপার। ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়েও এইসব মানুষ এতোদিন সেই ভাগ্যকেই মেনে নিয়েছিল। বহুবার তারা শুধু জমিতে ফসলের বীজ রোপণ করেছে মাত্র, ফসল উঠেছে দখলদার জোতদারের গোলায়। সমাবেশগুলোতে এইসব ভূমিহীনরাই উপস্থিত হয়েছে।

কুতুবদিয়া ও মহেশখালীতে ইতিপূর্বে এক সঙ্গে হাজার হাজার নারী কোনো সমাবেশে যোগ দেয়নি। তারা ধর্মীয় অনুশাসন প্রায় অমান্য করে এসব সমাবেশে যোগ দিয়েছে। মূলত বহুকাল থেকে বঞ্চিত এইসব নারী সামান্য হলেও এক টুকরো জমি পাওয়ার ব্যাপারে আশান্বিত হয়েছে। নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে সাহস করেছে। উদ্যোগী হয়ে শেষে সমাবেশে যোগ দিয়েছে, অভাব অভিযোগের কথা বলেছে, কথা শুনেছে। তাদেরই ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে তাদের কাছে পেয়ে নিজেদের অধিকারের কথা ব্যক্ত করেছে। এসব সমাবেশে ভূমিহীন নারী পুরুষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় প্রশাসনের নির্বাচিত ও দায়িত্বশীল নেতা ও কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের সদস্যরা।

উপলক্ষে হেঁয়াকো বাজারে একটি সমাবেশে ভান্ডারী বলেন, 'হেঁয়াকো বাজার কিংবা ফটিকছড়িতে বিএনপি নেতা-কর্মী এবং বিপ্লবকে গ্রেপ্তার করতে গেলে পুলিশ যেন জীবন নিয়ে থানায় ফিরতে না পারে তার ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনে ওইসব পুলিশকে আটকে রেখে আমাকে খবর দেবেন।' 'দাঁতমারা তদন্ত ক্যাম্পের আইসি মোঃ হোসেনের বেতার বার্তায় (বার্তা নং-৭) এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন ওসি বেলাল উদ্দিন তরফদার জিডি রেকর্ড করেন। এ সংবাদে পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলেও নেত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট বলে দাবিদার ভান্ডারী একই তৎপরতায় আজও দ্বিগুণ ক্ষমতাধর যেন, গিনিপিগ বানাচ্ছেন সাধারণ জনগণকে। শিবির, ছাত্রলীগ দু'পক্ষই গডফাদার মেনেছে তাকে!

ফটিকছড়ি এখন চট্টগ্রাম শহর থেকে যতো অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়ের কেন্দ্রবিন্দু। কাশেম চেয়ারম্যান মধ্যস্থতা করেন অপহরণের টাকা-পয়সা চূড়ান্তের লক্ষ্যে। শিবির ক্যাডার সাজ্জাদ খানের গ্রেপ্তারের পর সাংবাদিকদের সামনে এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। পুলিশের কাছেও এ বিষয়গুলো পরিষ্কার হলেও বিভিন্ন কর্মকর্তার সখ্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সাকা চৌধুরীর হস্তক্ষেপ এবং রাজনৈতিক হঠকারী ব্যক্তিদের কারণে দিনে দিনে জটিল হয়ে গেছে। সমাধান হয়েছে দূরগত বিষয়। আইনশৃঙ্খলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গডফাদার।

'৮৬-র উপজেলা নির্বাচনে প্রথম প্রকাশ্য অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখে এ অঞ্চলের লোকরা। শুরু হয় সৎ, নির্ভীক লোকদের যে কোনো উপায়ে অপসারণ করে সাধারণের ওপর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম। অষ্টম সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত উত্তর ফটিকছড়ির ১৩ ইউনিয়ন, দক্ষিণের ৭ ইউনিয়ন সবই এমপি রফিকের আশীর্বাদপুষ্ট ছাত্রলীগ শিবিরের বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করতো। হত্যা, সন্ত্রাস, লুট, নির্যাতন চলতো। চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর একই সন্ত্রাসীরা বিএনপি-শিবির হয়ে কাজ করছে। তবে দক্ষিণের ৭টি ইউনিয়ন এখন উত্তর ফটিকছড়ি ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক তৈয়ব বরাবরের মতোই নিয়ন্ত্রণ করলেও বর্তমানে রক্ষকে'র ভূমিকায় তাকে দাবি করছে আওয়ামী লীগ-বিএনপি উভয় দলের নেতারাই। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রতিষ্ঠিত বিএনপি নেতা বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধে এলাকায় নেতৃত্ব দিয়েছি, বিএনপি'র রাজনীতিতে নিজেকে সঁপেছি এখন বড় কষ্টে আছি। বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'বাংলাদেশে সবচেয়ে কষ্টে আছি আমরা। আমাদের নেতাদের ধান কেটে নেয়া (সাত কানি জমির ৫০,০০০ টাকার ধান)। আওয়ামী লীগ নেতাদের উচ্ছেদ করার পাশাপাশি আমাদেরও ছাড়ছে না সন্ত্রাসীরা। এ প্রসঙ্গে থানা বিএনপি'র প্রচার সম্পাদক আলহাজ সালাউদ্দিন এ প্রতিবেদককে বলেন, আমরা এবার নির্বাচনে জনগণের দ্বারে গিয়ে ভোট চেয়েছি, পেয়েছি। এ অসহায় অবস্থায় কেঁদে কেঁদে ফিরে যাই। আমাদের স্বাভাবিক ভোট ব্যাংকগুলো নষ্ট করে দিচ্ছে। স্থানীয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আফসার আহমেদ চৌধুরী এ প্রতিবেদককে বলেন, 'দলীয় কোনো সন্ত্রাস আছে বলে মনে করি না। ব্যক্তি সন্ত্রাসই মূল। কে কেন করছে দলীয় উচ্চপর্যায়ে তদন্ত প্রয়োজন। সবচেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী সন্ত্রাস চলছে ফটিকছড়িতে যার নিয়ন্ত্রণ নেই। সাধারণ নাগরিকরা জানমালের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এক বছরের মধ্যে হয়তো বৃক্ষশূন্য হয়ে যাবে ফটিকছড়ি, যার বিশাল বনজসম্পদ দেশের বিপুল বৈভব।

এ সমস্যা সমাধানের পথ কি? এ প্রশ্নের জবাবে বিএনপি নেতারা বলেন, সৎ পুলিশ এবং রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকদের সঠিক সিদ্ধান্তই পারে ফটিকছড়ির পরিস্থিতির উন্নতি করতে। এলাকার সাবেক প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরও একই মত। ফটিকছড়ির বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে আলাদাভাবে লিখতে গেলে কেবল পাতার পর পাতা ভরবে। বাহিনীর পর বাহিনীর নাম আসবে। কেউ এগিয়ে আসবে সমাধানের পথে এ যেন নিঃসঙ্গ কোনো স্বপ্নচারীর স্বপ্নই কেবল। এখানে কোনো কল্পকাহিনীর প্রয়োজন নেই। কল্পকাহিনীর চেয়েও ভয়ঙ্করম, নির্মম, লোমহর্ষক নির্যাতন, সন্ত্রাস ফটিকছড়ির স্বাভাবিক চিত্র। যাই কানে আসে সবই যেন সত্য যা চোখে দেখা যায় তা নির্মম। তাই চোখ কান বুজে হয় বোবা-কালা সেজে থাকা, নয় তো নির্বাসন যাওয়াই ফটিকছড়িবাসীর ভবিতব্য।

ফটিকছড়ির উত্তর এবং কাশেম চৌধুরী ফটিকছড়ির উত্তরাঞ্চল

ছাত্রলীগ টিপু বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল ১ অক্টোবর নির্বাচনের আগে পর্যন্ত। টিপু হত্যার পর রুস্তম চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন উপগ্রুপ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে। এলাকার মাহবুব-ইসমাইল বাহিনী নানুপুর-তৈয়ব বাহিনীর আশ্রয়ে চলে গেছে। যদিও আগেও কাশেম চৌধুরীর আশ্রয়ে ছিল এরা। ১৩ ইউনিয়নের পুরোটা এবং সদর এলাকা নিয়ন্ত্রণের সক্রিয় প্রচেষ্টা কাঞ্চননগর ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কাশেম চৌধুরীর। রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গ্রুপ, পাহাড়ি বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর সঙ্গে অস্ত্র ব্যবসার কারণে আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ীদের নামের তালিকায় তার নাম।

অবৈধ অস্ত্রের ভান্ডার এবং ক্যাডার বাহিনী

২৫০ বা তারও বেশি অবৈধ অস্ত্র ব্যক্তিগতভাবে রাখছে কাশেম চৌধুরী। অস্ত্রের ভান্ডারে সাধারণ দেশী বন্দুক থেকে শুরু করে

একজন মেধাবী ছাত্রকে বাঁচান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শাওন আজ মৃত্যু পথযাত্রী। দুরারোগ্য ব্লাড ক্যান্সার দিনে দিনে তাকে মৃত্যুর নিয়ে যাচ্ছে। বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা হলে শাওন আর দশজন মানুষের মতো সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু এ চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল। সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে যোগাযোগ করে জানা গেছে, বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ৪৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু শাওনের মতো একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য এই টাকার সংস্থান করা একেবারেই অসম্ভব। দেশবাসীর সহায়তায় বিভিন্ন সময়ে দেশের বেশ কয়েকজন জটিল রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। তাই অসুস্থ শাওনও একবুক আশা নিয়ে অসহায়ের মতো চেয়ে আছে দেশবাসীর দিকে। সে সবার দোয়া ও সাহায্য কামনা করছে।

সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা :

মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম

সঞ্চয়ী হিসাব নং-৫০৯১, উত্তরা ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা, এবং সঞ্চয়ী হিসাব নং-৪৯৮০, পূবালী ব্যাংক, মগবাজার শাখা, ঢাকা।

একে-৪৭, একে-৫৬, এম-১৬, জি-৩ রাইফেল, নাইন শুটারগান কী নেই? ভ্রাম্যমাণ অস্ত্রের কারখানা বসিয়ে হাল্কা অস্ত্র তৈরি করে নতুন সদস্যদের মধ্যে বন্টন নিয়মিত রুটিন ওয়ার্ক। কমপক্ষে শ'তিনেক ক্যাডার কাশেমের নিয়ন্ত্রণে। ৩০ নবেম্বর '০১ হুমায়ুন (শিবির ক্যাডার) হত্যার পর এদের পুরো বাহিনী নিয়ে ওসমান-দিদার এখন কাশেম চৌধুরীর লিডারশিপে সন্ত্রাস করছে।

উৎস নিয়মিত অপহরণ, চাঁদাবাজি, নারী নির্যাতন

নিয়মিতভাবে অপহরণ, চাঁদাবাজি, নির্মম নারী নির্যাতনের চিত্র ফটিকছড়িতে স্বাভাবিক। সেসব থেকে প্রাপ্ত অর্থের মূল ভাগ কাশেম চৌধুরী, ভান্ডারী এবং তাদের ক্যাডারদের মধ্যে চলে যায়। কাশেম চৌধুরী নতুন অস্ত্র কেনে আবার। প্রশাসন অস্ত্র ব্যবসায়ী কাশেমকে খুঁজে গলদা চিংড়ি দিয়ে ভাত খেয়ে প্যাকেট নিয়ে চলে যায়।

আওয়ামী লীগ-বিএনপি কোন্দলের নেপথ্যে 'ক্রীড়নক'

এদিকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের কোন্দলে এবং এখন বিএনপি'র কোন্দলের নেপথ্য 'ক্রীড়নক' আবুল কাশেম চৌধুরী– এমন অভিযোগ দু'দলেরই।

সন্ত্রাসী রাশেদুল আনোয়ার টিপু হত্যাসহ অসংখ্য হত্যার পরিকল্পনাকারী কাশেম চেয়ারম্যানকে টিপু হত্যার পেছনে দায়ী করা হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর '৯৯ টিপুকে তৈয়বের সঙ্গে মিটমাট করার উদ্দেশ্যে কাশেম নিয়ে যান। তিনি ফিরে আসেন। উত্তর ফটিকছড়িতে রাজত্বের প্রলোভন মিটমাট করতে যাওয়া টিপুবাহিনী প্রধান ছাত্রলীগ নেতা টিপু ফেরে লাশ হয়ে। আওয়ামী লীগ নেতা জহুরুল হক। হত্যা হয় নির্বাচনের ১০ দিন আগে। সৎ, ত্যাগী রাজনীতিক হিসেবে এলাকায় যথেষ্ট ভালো অবস্থান ছিল জহুরুল হকের। তাকে সরালে প্রতিবাদী কেউ থাকলো না এই যুক্তিতে কাশেম চৌধুরীর নীল নকশায় নিহত হন জহুরুল হক ৩০ নবেম্বর হুমায়ুন দিদার হত্যার পরিকল্পনা হয় তার বাড়িতে। তার পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেতা রাঙ্গামাটিয়া ইউপি চেয়ারম্যান (সাবেক) আলহাজ আবদুস সালামের বাগান থেকে প্রায় দু'লক্ষাধিক টাকার গাছ কেটে নেয় ৪.৫ ফেব্রুয়ারি সোম, মঙ্গলবার দু'দিন মধ্যরাতে। স্থানীয় স'মিলে অভিযানে এক ট্রাক কাঠ উদ্ধার হয়। ফলশ্রুতিতে কাঠের মালিকের পুত্রকে চৌমুহনী বাজার থেকে অপহরণ করতে যায়। আধ ঘন্টা পর পুত্র মহিউদ্দিন আহমদ (১৮) উদ্ধার হয় জনতার চাপে। তবে পিতা-পুত্র উভয়কে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এরকম অসংখ্য ঘটনা নিয়মিতচিত্র। এসবের পেছনে চেয়ারম্যান কাশেম চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সহচর আরশাদ হোসেন সেলিম, সুন্দরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম চৌধুরী, ভূজপুর ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আলম আজাদ, দৌলা, তৈফুর, সাবেক চেয়ারম্যান রফিক এরা সবাই বিএনপি নেতা যারা সাম্প্রতিক সময়ে বাতাসে ওড়া টাকা ধরার লোভে সন্ত্রাসের নতুন পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন। নতুন প্রজন্মকে ঠেলে দিচ্ছেন অস্ত্র হাতে সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, অপহরণের মতো ঘৃণ্য কর্মকান্ডে। সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষীণতমও যাদের নেই।

ভারত সীমান্ত পথে অস্ত্রের কেনাবেচা পুরনো খবর। আন্ডার ওয়ার্ল্ডের রক্ষক বা কর্তাদের চেনে এ লাইনের সুযোগ সন্ধানী যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ফটিকছড়ির কাঞ্চননগর ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কাশেম অস্ত্রের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং সন্ত্রাসের গডফাদার হিসেবে অভিযুক্ত। ভান্ডারী তাকে চালান নাকি চালিত হন সেটাও প্রশ্ন এখন। বেগম খালেদা জিয়ার নিষেধাজ্ঞা, ছ'মাস নতুন সদস্য নেয়া যাবেনা। ফলে কিছুদিন প্রকাশ্য দলীয় কর্মকান্ডে অংশ নিতে না পারলেও খুব শিগগির তারা যোগ দেবে বিএনপিতে এমন কথাই কাশেম এবং তার বাহিনী বলে বেড়াচ্ছে। এদিকে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের মধ্যে এ নিয়ে রয়েছে তীব্র ক্ষোভ।

ফটিকছড়ির প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে চট্টগ্রামের চেম্বার সভাপতি ফরিদ আহমদ চৌধুরী সাবেক লায়ন গভর্নর নাদের খান, সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিন আহমেদ অন্যতম। এদের কেউই ফটিকছড়ি যান না, সারাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে বারবার সেমিনার-অনুদান বা মতবিনিময় সভায় এদের পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু ফটিকছড়ির দীর্ঘ দিনের সমস্যা চিহ্নিত বা সমাধান নিয়ে এদের কখনই পাশে পাননি এলাকার জনগণ। এ প্রতিবেদনের জন্যেও তাদের পাওয়া যায়নি। বিএনপি-আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যেও এ বিষয় নিয়ে প্রকাশ্য কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। যে কারণে বারবার অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর নির্মম হত্যাকান্ড প্রসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়। কেবল তার মতো নিরীহ জনগণ শঙ্কিত, চিন্তিত, ভাবিত হয়ে সমাধানের পথ খুঁজে ফিরবেন আর হিংস্র সন্ত্রাসীর দল একটি গুলির আঘাতে খুলি উড়িয়ে পাকিস্তানি হায়েনাদের মতো নিশ্চিহ্ন করে দেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শুভ চিন্তার শেকড়।

৭ ইউনিয়নের দক্ষিণ ফটিকছড়ি এবং ভাগ্যের বরপুত্রেরা

দক্ষিণ ফটিকছড়ি থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়ে রফিকুল আনোয়ার এখন নিজ ভূমে পরবাসী। উত্তর জেলা ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক এইচএম আবু তৈয়ব কখনো অস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে ঘোরেন না, দেহরক্ষীরাই যথেষ্ট। তাকে খুশি না রাখলে তার এলাকায় ভান্ডারীর অস্তিত্ব বিপন্ন। ফলে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় থাকলেও তৈয়বকে বিশেষভাবে খুশি রাখেন ভান্ডারী।

সাংসদ রফিকেরও তেমন রাজনৈতিক কেরিয়ার ছিল না। দুবাই ফেরত ব্যবসায়ী থেকে 'স্মাগলার' পরিচিতি এবং স্মাগলিং ক্রাইম জোন ফটিকছড়ির স্থানীয় অধিবাসী হওয়ায় রাজনীতির সৎ লোকদের ব্যর্থতার সুযোগে একে একে 'ভাগ্যের বরপুত্র' হয়ে আবার নির্বাসিতও হচ্ছেন। পক্ষান্তরে শিবির ক্যাডাররা বরাবরই ভালো অবস্থানে থেকে দায়িত্ব সেরে নেয়।

দক্ষিণ ফটিকছড়ি প্রসঙ্গে এলাকাবাসী এবং বিএনপি নেতারা অধিকাংশই মনে করেন 'মন্দের ভালো' হয়ে সংঘাত বা সন্ত্রস্ত না থাকায় কিছুটা স্বস্তি উত্তর ফটিকছড়ির চেয়ে বেশি আছে। আওয়ামী লীগ নেতাদের সবাইকে না পেলেও যারা এ প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলেছেন তারাও মুখ খুলছেন না প্রকাশ্যে।

সবকিছু ছাপিয়ে ফটিকছড়ির ৫ লাখ জনগণ হাতে গোনা ক'জন গডফাদারের স্বেচ্ছাচার, সন্ত্রাস, নির্যাতনের কাছে জিম্মি হয়ে আছে। এটাই বাস্তব। সেই সঙ্গে এও সত্য, কোনো আগন্তুক এসে এ জটিল সমস্যার সমাধান এনে দিতে পারবে না। রাজনৈতিক হঠকারিতা প্রতিরোধে একাত্ম হয়ে ব্রিটিশ তাড়ানো, পাকিস্তানি হানাদার তাড়ানো বীর জনগণকে বুক বেঁধে দাঁড়াতে হবে। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে ক্রমান্বয়ে নিজেদের শেকড় খুঁজে অপশক্তিকে উৎখাত করতে হবে। এমন অঙ্গীকার দাবি করছেন এলাকাবাসী সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ফটিকছড়ির প্রতি উদাসীন কৃতী সন্তানদের প্রতি।